ফেব্রুয়ারীর ফসল কি সবার জন্য নয়?

দিলরুবা শাহানা

বহুদিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন থেকে লন্ডনে ফিরে 'মেঘের অনেক রং' ছবির নায়িকা শিল্পী মাথিন (যিনি বর্তমানে মিসেস চৌধুরী) ভিডিও করে আনা একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান দেখিয়েছিলেন। একজন উপজাতীয় ছেলে গান গাইছিল। সামনে দল বেঁধে কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়ে বসেছিল। গানের সুর সুললিত, গায়কীও ছিল মিষ্টি আর কথা? হ্যা, কথাতে ছিল চমকে দেওয়ার মত বক্তব্য বা প্রশ্ন। প্রশ্নটা ছিল সবার কাছে, মানুষের সভ্যতার কাছে। মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভের দাবীর চেয়েও আরও করুণ সে আবেদন।

'বর্নমালার সাথে আজও হয়নি পরিচয়
ফেব্রুয়ারীর ফসল কি সবার জন্য নয়?'

আমি জানিনা কে এই গানের লেখক, তাঁর অন্তরে কিভাবে এই বোধ খেলা করেছিল যে একদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী সমস্ত বিশ্বের মানুষের কাছে মাতৃভাষা দিবস হিসাবে চিহ্নিত হবে। এই দিনে যে ভাষায়ই যে কথা বলুক না কেন সেই ভাষায় তার অক্ষরপরিচয়ের দাবী জানানো হয়েছে বা এই আকাঙ্খা গানের বানীতে ব্যক্ত হয়েছে। খুব বিশাল কোন আকাঙ্খা কি?

পৃথিবীতে সেইদিন কবে আসবে যখন এমন মানুষ একজনও থাকবেন না যিনি নিজের মাতৃভাষায় অন্তত লিখতে পড়তে পারবেন না। তেমন দিনেরই আবাহন হউক প্রতিটা মাতৃভাষা দিবসে। হওয়াই উচিত নয়কি?

তবে আকাঙ্খা অনেক থাকতে পারে তা পূরণের পথে বাঁধা বিপত্তিও থাকে অনেক। কেন মানুষের অক্ষরজ্ঞান চাই? কারন ঐটুকু জ্ঞানও মানুষের জন্য শক্তি। যদি স্বাক্ষর হতেন তবে আমেরিকার ঐ কালো রমণী সন্তানকে দিনের পর দিন কুকুরের জন্য টিনজাত করা খাবার কিনে খাওয়াতেন না। পড়তে জানতেন না বলেই সুপার মার্কেটের সেলফ থেকে সবচেয়ে সস্তার টিনের খাবারটি কিনতেন ঐ দরিদ্র মা।

বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠির কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া বিশাল কাজ, বিরাট লড়াই। কেন লড়াই? কারন অশিক্ষিত, অসচেতন মানুষকে দাবিয়ে রাখা যত সোজা শিক্ষিত সচেতনকে ততোটা নয়। তাই ক্ষমতাশীল বিত্তবানেরা খাদ্যভিক্ষা দানে যতো তৎপর শিক্ষা আর প্রযুক্তি সাহায্যে ততো আগ্রহী নন। ইউনেস্কোর ভিতরের টানাপোড়েন আর শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রত্যাহারের কূটকৌশল এই মনোবৃত্তিরই প্রকাশ নয় কি?

এই লেখা নীচের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি

'সবশেষে নবাব গনি (নবাব পরিবার) ও ঢাকার আদি অধিবাসীদের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই আদি অধিবাসী বা কুট্টিরা ছিলেন নবাবদের অত্যন্ত অনুগত। ১৯২১-২২ সালে এম.এল.এ. আবুল হুসেন আহসানউল্লাহকে লেখা নবাব গনির একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন খবরের কাগজে -'নবাবসাহেব তাঁর পুত্রকে লিখেছিলেন যে, তিনি যেন মনে রাখেন যে ঢাকার কুট্টিরা তাদের প্রজা নয়- অথচ তাদের প্রজার মত ব্যবহার করতে হবে- খানদানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এসব লোক যদি লেখাপড়া শিখে বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তবে খানদানের নেতৃত্বের পরিকল্পনা ছাড়তে হবে। তাদের অন্যভাবে টাকা পয়সা দিয়ে সময় সময় সাহায্য করা যেতে পারে- কিন্তু স্কুলের ব্যবস্থা যেন না করা হয়।'

(মুনতাসীর মামুন: 'হৃদয়নাথের ঢাকা শহর' পৃ: ৩৪)